কোভিড-১৯-এর দিনগুলিতে জীবন যে রকম
(Life in the era of Covid-19)

এই শতকের তৃতীয় দশকটা শুরুই হলো এক ওলটপালট দিয়ে। COVID-19 নিয়ে এলো অসংখ্য ভাঙ্গনকে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের রূপরেখা কে করোনা ভাইরাস লক্ষণীয় ভাবে বদলে দিয়েছে। আজ বাড়ি হয়ে উঠেছে নতুন অফিস। ইন্টারনেট হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন মিটিং রুম। সাময়িকভাবে কাজের ফাঁকে সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা কে আজ ইতিহাস বলে মনে হচ্ছে।

আমিও এই পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছি। বেশিরভাগ মিটিং তা আমার মন্ত্রী সহকর্মীদের সঙ্গেই হোক আধিকারিকদের সঙ্গেই হোক অথবা বিশ্বের অন্য দেশের নেতৃত্বের সঙ্গেই হোক এখন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারতে হচ্ছে। বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে তৃণমূল স্তরে প্রতিবেদন পেতে সমাজের বিভিন্ন মহলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স মিটিংই ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবেই বিভিন্ন এনজিও, সিভিল সোসাইটি এবং কমিউনিটি সংস্থাগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, রেডিও জকিদের সঙ্গেও কথাবার্তা হয়েছে।

প্রযুক্তির পরিবর্তনের প্রভাব দেশের দরিদ্র মানুষের জীবনে প্রায়শই পড়ে। প্রযুক্তি আমলাতান্ত্রিক স্তর বিভাজন, দালাল শ্রেণীর দাপটকে দূর করে, কল্যাণকর পদক্ষেপ করতে সাহায্য করে।

এসব ছাড়াও আমি প্রত্যেকদিন অসংখ্য ফোন করি, তার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিক্রিয়া জানতে পারি। এই দিনগুলিতে কিভাবে মানুষ তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তা দেখা যাচ্ছে। ফিল্ম তারকারাও বিভিন্ন সৃজনশীল ভিডিও তৈরি করে ঘরে থাকার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছেন। দাবা খেলোয়াড়রা ডিজিটাল মাধ্যমে দাবা খেলে Covid-19 এর সঙ্গে লড়াইয়ে বার্তা দিচ্ছেন। এ সবকিছুই খুবই মৌলিক। কাজের ক্ষেত্রটা ক্রমেই ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে। আর হবে নাই বা কেন, প্রযুক্তির পরিবর্তনের প্রভাব দেশের দরিদ্র মানুষের জীবনে প্রায়শই পড়ে। প্রযুক্তিই আমলাতান্ত্রিক স্তর বিভাজন, দালালশ্রেণীর দাপটকে দূর করে, কল্যাণকর পদক্ষেপ করতে সাহায্য করে।

আপনাদের একটা উদাহরণ দিই

২০১৪ এ যখন আপনাদের সেবায় আসার সুযোগ পেলাম, আমরা দেশের মানুষদের, বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জনধন অ্যাকাউন্ট, আধার এবং মোবাইল নম্বর সংযুক্তির কাজ শুরু করি। এই সরল সংযোগ দশকের পর দশক ধরে চলে আসা দুর্নীতি অথবা অনৈতিক ভাবে মুনাফা লাভকে রুখে দিয়েছে, সেই সঙ্গে একটা মাত্র বোতাম টিপে সরকারের ঘর থেকে টাকা পাওয়ার ব্যাপারটা কে সম্ভব করে তোলে। এই একটি মাত্র বোতাম টেপার বিষয়টা বিভিন্ন স্তরের ফাইল আর সপ্তাহের পর সপ্তাহের অপেক্ষা করবার যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দেয়।

কোভিড-১৯-এর দিনগুলিতে জীবন যে রকম
(Life in the era of Covid-19)

আজ পৃথিবী নতুন বাণিজ্যিক মডেলের সন্ধানে। যৌবনদৃপ্ত ভারত তার উদ্ভাবক চরিত্রের কারণে আজ সুপরিচিত এবং সেই বিন্দু থেকে আজ এক নতুন কর্মসংস্কৃতির বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

এই ধরনের পরিকাঠামো সম্ভবত ভারতে সর্ববৃহৎ। COVID-19 পরিস্থিতিতে এই পরিকাঠামো আমাদের সরাসরি টাকা লেনদেনে বিরাট ভাবে সাহায্য করেছে, লাভবান হয়েছে দরিদ্র মানুষ, লাভবান হয়েছে কোটি কোটি পরিবার।

শিক্ষা ক্ষেত্র আরও একটি বড় উদাহরণ। এই ক্ষেত্রে বহু প্রতিভাবান পেশাদার মানুষ ইতিমধ্যেই কাজে লিপ্ত। এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতির সুফল পাওয়া গিয়েছে। ভারত সরকার শিক্ষকদের সাহায্যার্থে এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক পড়াশোনাকে উদ্দীপিত করতে দীক্ষা পোর্টালের উদ্যোগ নিয়েছে। শিক্ষার গুণগত মানের উন্নতি, তার সমান প্রসার এবং সকলের কাছে তার পৌঁছানোকে সুগম করতে SWAYAM এর মতো প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ই-বুক এবং পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণকে সহজলভ্য করার জন্য খোলা হয়েছে ই-পাঠশালা, যা দেশের বিভিন্ন ভাষায় লভ্য।

আমি দেখতে পাচ্ছি এই নতুন বাণিজ্য এবং কর্মসংস্কৃতি আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যাকে আমরা ইংরেজি ভাষার ভাওয়েল (স্বরবর্ণ) সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেমন ভাওয়েল ছাড়া কোন শব্দ গঠন সম্ভব নয় তেমনি কোভিদ-উত্তর বিশ্বে তা হয়ে দাঁড়াতে পারে যেকোনো বাণিজ্য মডেলের একান্ত উপাদান। A, E, I, O, U এই পাঁচটি ভাওয়ালের মডেলে আমরা বিষয়টিকে সাজাতে পারি।

উপযোগিতা (Adaptability)

সহজেই ব্যবসায়ীক ও জীবন-যাপন সংক্রান্ত মডেল গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, এই মুহূর্তে সেটা দেখা জরুরী। এর দ্বারা যে কোনো সংকটের সময়ে কোন জীবনহানি না ঘটিয়ে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি যাতে দ্রুত ভাবে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করা যায়। ডিজিটাল লেনদেনের বিষয়টি এই গ্রহণযোগ্যতার সবথেকে বড় উদাহরণ। যাতে সংকটের সময় ব্যবসা বন্ধ না হয়ে যায় তাই বড় থেকে ছোট দোকানদারদের ডিজিটাল মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হওয়া আবশ্যক। এরমধ্যে ভারত ডিজিটাল লেনদেনে এক উৎসাহব্যঞ্জক গতি পেয়েছে।

কোভিড-১৯-এর দিনগুলিতে জীবন যে রকম
(Life in the era of Covid-19)

প্রতিটি সংকটই কিছু সুযোগ সামনে নিয়ে আসে। Covid-19 ও তার ব্যতিক্রম নয়।

আর একটা উদাহরণ টেলিমেডিসিন। ডাক্তারখানা বা হাসপাতালে না গিয়েও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ যে নেওয়া যায় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা অবশ্যই একটা ইতিবাচক দিক। আমরা কি আশা করতে পারি, বিশ্বে টেলিমেডিসিনকে এই বাণিজ্যিক মডেলগুলিই সাহায্য করতে চলেছে?

দক্ষতা (Efficiency)

সম্ভবত এই সময়ে আমরা দক্ষতাকে অন্য অর্থে কল্পনা করতে পারি। আমরা কতক্ষণ অফিসে সময় কাটালাম দক্ষতা নিশ্চয়ই তার উপরে নির্ভর করে না। আমরা বরং সেই সব মডেলের কথা ভাবতে পারি, যেখানে প্রচেষ্টার বাইরের চেহারার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো উৎপাদনশীলতা আর দক্ষতা। দক্ষতার অর্থ হওয়া উচিত একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো কাজ শেষ করার ক্ষমতা।

অন্তর্ভুক্তিকরণ এর ক্ষমতা (Inclusivity)

আমরা সেই সব বাণিজ্যিক মডেল গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিই যা দরিদ্র মানুষকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারবে, যুক্ত করতে পারবে দুর্বল মানুষকে, যুক্ত করতে পারবে আমাদের এই গ্রহকে। জলবায়ুগত পরিবর্তনের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় রেখেছি। প্রকৃতি তার বিশালত্বকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে, আমাদের দেখিয়েছে যখন মানবিক কর্মকাণ্ড অপেক্ষাকৃত ধীর, তখন দ্রুত প্রকৃতি তার কাজ করে যেতে পারে। উন্নত প্রযুক্তি এবং অনুশীলন গুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষৎ রয়েছে যা এই গ্রহের পরিবেশের উপর আমাদের প্রভাবকে হ্রাস করে- এটা এই সংকট আমাদের শেখালো।

Covid-19 অতিমারি আমাদের একথা বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে কম খরচে স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান কতটা প্রয়োজন। সভ্যতার সার্বিক কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বের উদ্যোগ গুলির সামনে ভারত আজ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিতে পারে।

Covid-19 হানা দেওয়ার আগে জাত, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষা অথবা সীমান্তকে বিচার করেনি। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, ভ্রাতৃত্ববোধের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

কোভিড-১৯-এর দিনগুলিতে জীবন যে রকম
(Life in the era of Covid-19)

আমাদের উচিত এমন সব আবিষ্কারে অর্থ বিনিয়োগ করা যাতে আমাদের কৃষকরা তথ্য, যন্ত্র ও বাজারকে হাতের মুঠোয় পেতে পারেন। পরিস্থিতি যেমনই হোক আমাদের নাগরিকের কাছে যেন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জোগান অব্যহত থাকে।

সুযোগ (Opportunity)

প্রতিটি সংকটই কিছু সুযোগ সামনে নিয়ে আসে COVID-19 ও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা বরং সেইসব সুযোগ বা উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে মূল্যায়িত করে রাখতে পারি এই মুহূর্তে। প্রতিযোগিতার বাইরে গিয়েই ভারত কোভিড-উত্তর বিশ্বে এগিয়ে থাকতে পারে। বরং সেইদিকে আমরা ভাবি, যাতে আমাদের জনশক্তি আমাদের দক্ষতা আমাদের সামর্থ্যকে ব্যবহার করে আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারি।

সর্বজনীনতা (Universalism)

Covid-19 হানা দেওয়ার আগে জাত, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, ভাষা অথবা সীমান্তকে বিচার করেনি। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, ভ্রাতৃত্ববোধের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। আমরা এই পরিস্থিতিতে একত্রেই রয়েছি।

বাস্তব ও ভার্চুয়াল- দুই পরিস্থিতির যথাযথ সংমিশ্রণ দ্বারা ভারত Covid-19 পরবর্তী বিশ্বে বহুজাতিক সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকতম প্রযুক্তি স্নায়ুকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

ইতিহাসে বহুবার রাষ্ট্র ও সমাজ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আজ আমরা এক সাধারন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি একসঙ্গে। আমাদের ভবিষ্যৎ ঐক্যবদ্ধতার, সহনশীলতার। ভারত থেকে উদ্গত বৃহৎ ধারণাগুলি এর পর থেকে বিশ্বজনীন হয়ে উঠবে, গোটা বিশ্বে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। শুধু ভারত নয় মানবসভ্যতার কাছেই তা ইতিবাচক পরিবর্তনের দিশারী হয়ে দাঁড়াবে।

সংযোগ সরবরাহকে এতকাল রাস্তা, গুদাম, বন্দর ইত্যাদির নিরিখে দেখা হয়ে এসেছে। কিন্তু আজ বিশেষজ্ঞরা বাড়িতে বসেই পৃথিবীর সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারছেন। বাস্তব ও ভার্চুয়াল- দুই পরিস্থিতির যথাযথ সংমিশ্রণ দ্বারা ভারত Covid-19 পরবর্তী বিশ্বে বহুজাতিক সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকতম প্রযুক্তি স্নায়ুকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এই সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

কোভিড-১৯-এর দিনগুলিতে জীবন যে রকম
(Life in the era of Covid-19)

আমি চাই আপনারা এ বিষয়ে ভাবতে শুরু করুন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন।

বাই ইওর ওন ডিভাইস (BYOD) থেকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম (WFH) এ পরিবর্তনের এই ঘটনা কর্মক্ষেত্র ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে নতুন কিছু চ্যালেঞ্জকে সামনে নিয়ে এসেছে। যাই হয়ে থাকুক নিজেকে সচল রাখা ও সেই কারণে যোগ ব্যায়াম করার প্রতি নজর দিন। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনে যোগ ব্যায়াম করুন।

ভারতের পরম্পরাগত চিকিৎসাব্যবস্থা গুলি শরীরকে সচল রাখতে সাহায্য করে। আয়ুষ মন্ত্রক সুস্থ থাকার উপায়ের এক খসড়াকে আপনাদের সামনে পেশ করেছে, এটি পড়ে দেখতে পারেন।

পরিশেষে একটি জরুরী কথা আরোগ্য সেতু অ্যাপ ডাউনলোড করুন এটি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তৈরি একটি অ্যাপ যা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ছড়িয়ে পড়া Covid-19 রোধ করার উদ্দেশ্যে নির্মিত। ডাউনলোড যত হবে ততই বেশি কার্যকর হয়ে উঠবে।

আপনাদের সকলের কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম ...

(প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার এই লেখাটি প্রকাশ করেছেন 'লিংকড ইন' এ)